কালের কণ্ঠ

1 3 OCT 2013
2 3

# বহিরাগত বখাটের উৎপাতে অতিষ্ঠ হলের ছাত্রীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

রফিকুল ইসলাম ▶

বহিরাগতদের উৎপাত আর বখাটেপনায় অতিষ্ঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ছাত্রীরা। উচ্ছৃঙ্খলতা আর বখাটেপনার 'নিরাপদ ক্ষেত্র' হয়ে উঠেছে কলাভবনসহ তিনটি ছাত্রী হলের সামনের চত্বর। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, নিজের ক্যাম্পাসেই আজ ছাত্রীরা সন্ত্রস্ত। রাস্তা দিয়ে চলার সময় বখাটেরা নানা বাজে মন্তব্য করে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তেমন কোনো পদক্ষেপও দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে দেশের শীর্ষ বিদ্যাপীঠটির।

ক্যাম্পাসের কলাভবন এলাকায় মল চত্বর, ভিসি চত্বর ও ফুলার রোডে বহিরাগত-বখাটেদের উৎপাত সবচেয়ে বেশি। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা গেল, কলাভবনের সামনের গেটে বসে আছে কয়েকজন। পাশ দিয়ে হামেশাই আসা-যাওয়া করছেন ছাত্রীরা। আর প্রতিবারই ওই কয়েকজনের মধ্য থেকে বাজে মন্তব্য ছোড়া হচ্ছে। আর ছাত্রীরাও কোনো প্রতিবাদ করছেন না। বরং মাথা নিচু করে দ্রুতগতিতে জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছেন।

ফজিলাতুন্নেসা ও কুয়েত মৈত্রী হলের অবস্থান নিউমার্কেট এলাকার দিকে। ছাত্রী হল দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস থেকে দূরে হওয়ায় নিরাপত্তাব্যবস্থাও ঢিলেঢালা। স্বভাবতই এখানে সার্বক্ষণিক থাকে বহিরাগত-বখাটেদের অবাধ বিচরণ। ফলে এই দুই হলের আবাসিক ছাত্রীরা ওদের উৎপাতে অতিষ্ঠ। হলের গেট পেরোনো মাত্রই তাদের দিকে ছুটে আসে নানা ধরনের বাজে অশ্লীল মন্তব্য। ওরাও অনেকটা নিরুপায় হয়ে এসব সহ্য করে। না করেও যেন উপায় নেই। কেননা এসবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে একাধিক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ফজিলাতুন্নেসা ও কুয়েত মৈত্রী এবং চারুকলা 'অনুবাদের শাহনেওয়াজ হলকে ঘিরে রাস্তার দুই ধারে শতাধিক দোকান বসেছে। এসব দোকান নিয়ন্ত্রণ করে ছাত্রলীগ ও নীলক্ষেত এলাকার স্থানীয়দের একটি গ্রুপ। তারা এসব এলাকায় নিয়মিত চাঁদা আদায় করে। আর হলের পাশের দোকানগুলোকে ঘিরে বসে বহিরাগত-বখাটেদের আড্ডা। ওরাই মূলত ছাত্রীদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। তবে নাম না প্রকাশ করার শর্তে শাহনেওয়াজ হলের এক ছাত্রলীগ নেতা বলেন, 'হলের সামনের এসব দোকান স্থানীয় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতারা নিয়ন্ত্রণ করে।' গত শনিবার যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় বহিরাগতরা দলবেঁধে এসে ছাত্রীদের ওপর চড়াও হয়। প্রতিবাদ জানালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রকে ওরা মারধর করে। পরে ছাত্রীরা তাঁদের সহায়তা করতে এগিয়ে গেলে বহিরাগতরা তাঁদেরকেও লাঞ্ছিত করে।

হাইকোর্টের পাশে অবস্থিত বেগম সুফিয়া কামাল হলটি চালু হয়েছে সদ্যই। এই হলের ছাত্রীরাও বখাটে আর বহিরাগতদের হাতে নানাভাবে হয়রানি-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। পাশেই বিপণি হকার্স মার্কেট। সেখান থেকে দলবেঁধে এসে বখাটেরা হলের সামনে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের দেখে নানা অশ্লীল মন্তব্য করে। আবাসিক ছাত্রীরা বলেন, হলের বাইরে বের হলেই বাজে কথা শুনতে হয়। প্রতিবাদ করারও সাহস হয় না। ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ওল্গা রায় বলেন, 'হলের বাইরে বাজার করতে গেলেই বখাটেদের কুকথা শুনতে হয়। কিছু স্থানীয় ছেলে এখানে এসে আড্ডা দেয় ও বাজে কমেন্ট করে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এম আমজাদ আলী বলেন, 'হলের সামনের দোকানগুলোতে বহিরাগতদের আড্ডা দেওয়ার কারণে এসব ঘটনা ঘটছে। এসব দোকান তুলে দেওয়ার জন্য কয়েকবার চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'হলের বিষয়টি শুনেছি। এসবের প্রতিকারে ব্যবস্থা শিগগির নেওয়ার কথা।'